সংবাদ

তারিখ 3 MAY 200..

পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

তথ্যবিচিত্রা

শিক্ষা

শিক্ষা দ্বারা আমাদের বিশ্বের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। আমাদের জ্ঞান ও কৌশল প্রাপ্ত করতে এবং নিজেদের প্রতিভার পুরো-পুরো লাভ উঠাতে সাহায্য করে।

কোনো কোনো কাজ আমরা নিজে নিজেই শিখে যাই। যেমন শিশু জিনিস ধরতে নিজেই শিখে। এই হলো শিক্ষার প্রথম সোপান। সারা জীবন আমরা অন্যদের দেখে কিছু না কিছু শিখতেই থাকি।

কিছু বিষয় এতো কঠিন যে, আমরা নিজে নিজে শিখতে পারি না, কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এই ব্যক্তিই হন শিক্ষক সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষক তার মাতাপিতা। তারপর বড়ো হয়ে সে যখন স্কুলে যায় তখন বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষকগণ তাকে শিক্ষা দেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষা মানুষকে জীবনে অধিকাধিক পেতে সাহায্য করে। বিভিন্ন প্রকারের কাজ-কর্মে লোকদের প্রশিক্ষিত করা হয়, যেমন শিক্ষা পেয়ে বৈজ্ঞানিক তথা কলাকার হয়। এতে সমাজের সহায়তা হয়।

দক্ষতা শিক্ষা ছাড়া জীবন খুব কঠিন হয়ে যায়। মানুষ আরো অনেক কিছু শিখতে পারে যার দ্বারা জীবন সুখময় হয়। চিত্রশিল্প, খেলাধুলা অথবা কবিতা লেখা এমন অনেক বিষয় যাদের মধ্যে নিজের প্রতিভা আর [illegible] আবিষ্কার করা যায়।

শিক্ষা মানুষকে স্পষ্টভাবে নৈতিক মূল্যের বিষয়ে বিচার-ভাবনা করতে আর ভালো মন্দ নির্ণয় করতে বুদ্ধি দেয়। এর দ্বারা তাদের মধ্যে সঙ্গীত, চিত্রকলা যেমন কলার রস গ্রহণের যোগ্যতা বিকশিত হয়। এর থেকে তাদের বিশ্বকে বুঝতে আর সর্বক্ষণ নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে সাহায্য হয়।

সমাজ-সমুদয় অথবা মনুষ্য সমাজও শিক্ষা দ্বারা লাভবান হয়। শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজকে অনেক কিছু দিতে পারে। তাঁরা বিভিন্ন প্রকারের দক্ষতা ও কুশলতার দ্বারা কাজ ভালোভাবে সমাপ্ত করতে সক্ষম হন, যা দেশের জন্য সর্বদা প্রয়োজন।

শিক্ষার চরণ

কিছু ছোট ছোট বালক-বালিকা ৫ বছর বয়স পর্যন্ত স্কুল-পূর্ব শিক্ষা পায়। এর উদ্দেশ্য তাদের স্কুলের জন্য তৈরি করা আর শিকাতে রুচি সৃষ্টি করা।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল : এই স্কুলগুলোতে সাধারণত ছাত্রছাত্রীরা ৬ কিংবা ৭ বছর বয়সে প্রবেশ করে। প্রায় ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত থাকে। সর্বপ্রথম তাদের লেখা, পড়া আর সাধারণ গণনা শেখানো হয়। এখানে তারা উচ্চারণ, হাতের সঠিক প্রয়োগ আর অন্যদের সঙ্গে মিলে কাজ করা শেখে।

পরের চরণে ছাত্রছাত্রীরা ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, গণিত, বিদেশী ভাষা আর বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় পড়ে : এর দ্বারা তাদের বিশ্ব-জ্ঞান বৃদ্ধি পায় আর নতুন নতুন রুচি বিকশিত হয়।

ব্যবসায়িক শিক্ষার স্কুল : এই শিক্ষা বড়ো বয়সের বিদ্যার্থীদের জীবিকার জন্য প্রশিক্ষিত করে। কিছু স্কুলে ইলেকট্রনিক্স কার্পেন্ট্রি রান্না অথবা গাড়ি মেরামত ইত্যাদি ব্যবসায়িক শিক্ষা দেওয়া হয়। কোনো কোনো স্কুলে নার্সিং সাজসজ্জা ইত্যাদি ব্যবসায়গুলোর প্রশিক্ষণ দেয় ডাক্তারি, আইন, আর্কিটেকচার এবং অন্য ব্যবসায়গুলোর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিশেষ কলেজও থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় : এর মধ্যে অনেক বিভাগ থাকে। বিভাগগুলোতে বিদ্যার্থীদের বিশেষ ব্যবসায় ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। বিজ্ঞান তথা কলার উচ্চ শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিক অনুসন্ধান অথবা নানা প্রকারের নতুন নতুন আবিষ্কার করা।

পৃথিবীতে শিক্ষা

অধিকাংশ দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা আর ব্যয় সরকার করে। কোনো কোনো দেশে বেসরকারি স্কুলে কলেজও থাকে। কিছু লোকের বিচারানুসারে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর পূর্ণত সরকারি নিয়ন্ত্রণ হওয়া উচিত যাতে স্বল্প সংখ্যক লোক শিক্ষা লাভের সুবিধা না পায়।

অধিকাংশ দেশে ছোটদের জন্য একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত স্কুলেপড়া আইন অনুযায়ী অনিবার্য। এরপর তারা কাজ করা বা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রত্যেক দেশের শিক্ষাপ্রণালী নিজেদের ইতিহাস ও আবশ্যকতার অনুরূপ হয়। আফ্রিকা, এশিয়া ইত্যাদি বিকাশশীল দেশে অন্য প্রকারের শিক্ষা অপেক্ষা ট্যাকনিক্যাল তথা ঔদ্যোগিক শিক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা লোক দেশের বিকাশকার্যে অংশীদার হতে পারে।